যুগান্তর

তারিখ ০৭ DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে কোনো চাবি নেই : শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে কোনো চাবি নেই বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, 'প্রশ্ন ফাঁস রোধে এমন কোনো চাবি নেই যে, তা ঘুরালেই এটি বন্ধ হয়ে যাবে। তবে তা বন্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।'

পরীক্ষা কমানো ও পাঠ্যবই সুখপাঠ্য করতে শিক্ষাবিদদের পরামর্শ

এদিন সচিবালয়ে মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রম উন্নতকরণ নিয়ে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করে মন্ত্রণালয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'খুন যেমন একটা অপরাধ। প্রশ্ন ফাঁসও একটা অপরাধ। খুনের সাজা ফাঁসি। ফাঁসি তো অনেক হচ্ছে। কিন্তু খুন তো থেমে থাকেনি। তাই প্রশ্ন ফাঁসও বন্ধ হচ্ছে না।' তিনি আরও বলেন, সব সময়ই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে আমার সম্পর্কের বয়স ৬০ বছর। তখন থেকেই দেখে আসছি তা হচ্ছে। কিন্তু ওই সময় তো আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না। যে কারণে প্রচার কম হয়েছে। কিন্তু এখন প্রচার বেশি হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আগে বিজি প্রেস ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে কোনো চাবি নেই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

থেকে প্রশ্ন ফাঁস হতো। কিন্তু এখন কিছু অনৈতিক চরিত্রের শিক্ষক তা করছেন। এসব বিষয়ে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। মাধ্যমিকে পাঠ্য বইয়ের বোঝা কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। সে অনুযায়ী বইয়ের বোঝা কমানো হবে।' বৈঠকে গত বছরের সেপ্টেম্বরে কক্সবাজারে কর্মশালায় শিক্ষাবিদদের দেয়া পরামর্শের ওপর দফাভিত্তিক আলোচনা হয়। এরমধ্যে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধসহ পাঠ্যবই সহজ করা, গাইড ও কোচিংনির্ভরতা বন্ধ, শিক্ষকের প্রশিক্ষণসহ সাতটি বিষয় রয়েছে।

বৈঠকে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্য পুস্তক পরিমার্জনের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পাঠ্যক্রম পরিমার্জন কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সদস্য অধ্যাপক ড. মঞ্জুর আহমেদ। তিনি জানান, শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের জন্য একটি সাব-কমিটি কাজ করছে। পরিমার্জনের জন্য একটি কাঠামোও তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে মান নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ইমপেক্ট স্টাডি বিষয়ে উপস্থাপনা পেশ করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমদ। সভায় জানানো হয়, উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রধান পরীক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে খাতার যথাযথ মূল্যায়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সভায় শিক্ষাক্রম সংস্কার, একই ধরনের প্রশ্ন পদ্ধতি, ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা এবং শিক্ষকদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে শিক্ষাবিদ ড. জাফর ইকবাল বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে চাপ কমাতে হবে। চাপ কমাতে পাঠ্যবই কমাতে হবে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেও তিনি জানান।'

তিনি বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে জেএসসি ও জেডিসিতে তিনটি বিষয় এবার পাবলিক পরীক্ষা হয়নি। আর আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় দুটি বিষয়ে পাবলিক পরীক্ষা হবে না। এরমধ্যে একটি হচ্ছে শারীরিক শিক্ষা। অপরটি ক্যারিয়ার শিক্ষা।' জাফর ইকবাল আরও বলেন, 'আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বারবার পরামর্শ দিয়ে আসছি পাবলিক পরীক্ষা কমানোর জন্য। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আছে দুটি বিষয়ে পাবলিক পরীক্ষা নিতে হবে। এখন অনেক বেশি। আশা করছি শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে। পাঠ্যবই হবে প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য।'

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, '১২টি পাঠ্যবই সহজ ও সুখপাঠ্য করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব বই সুখপাঠ্য করা হবে।' বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'আমেরিকায় পাঠ্যবই অনেক সুন্দর। সুখপাঠ্য। উপন্যাসের মতো। শিক্ষার্থীরা আনন্দ নিয়ে বই পড়েন। আমি চাই আমাদের বইগুলো সেরকম হউক।' সভায় অন্যদের মধ্যে শিক্ষাবিদ ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ, অধ্যাপক ড. এমএম আকাশ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।